শিক্ষা নিয়ে গড়ব দেশ শেখ
হাসিনার বাংলাদেশ

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ
শিক্ষা মন্ত্রণালয়
অডিট শাখা-০১
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
www.tmed.gov.bd

স্মারক নম্বর: ৫৭.০০.০০০০.০৬৬.০১.১২০.১৫-১১০

তারিখ: ১০ মাঘ ১৪২৭
২৪ জানুয়ারি ২০২১

বিষয়: **গোপালগঞ্জ জেলার মুকসুদপুর উপজেলাধীন মুকসুদপুর ফাজিল মাদ্রাসা-এর পরিদর্শন ও নিরীক্ষা প্রতিবেদনের ব্রডশীট জবাবের উপর টিএমইডি এর নির্দেশনা প্রতিপালনপূর্বক প্রমাণকসহ বিএসআর প্রেরণ।**

সূত্র: ০১. টিএমইডি এর স্মারক নং-৩৭.০০.০০০০.০৬৬.০১.১২০.১৫-৪৯, তারিখ: ০৯.০২.২০১৭ খ্রি.।
০২. " ৩৭.০০.০০০০.০৬৬.০১.১২০.১৫-২৩, তারিখ: ২৭.০১.২০২১ খ্রি.।

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রোস্থ স্মারকের প্রেক্ষিতে গোপালগঞ্জ জেলার মুকসুদপুর উপজেলাধীন মুকসুদপুর ফাজিল মাদ্রাসা-এর পরিদর্শন প্রতিবেদনের উপর অনুসরণীয় নির্দেশনা দিয়ে টিএমইডি হতে ডিজি, ডিএমই-কে পত্র প্রেরণ করা হয়।

০২. উল্লেখিত পত্রে ডিআইএ কর্তৃক পরিদর্শন প্রতিবেদনের অনুচ্ছেদ ১৫(ড) এ বর্ণিত আপত্তি নিম্নরূপ:

বিএসআর এর ক্র: নং	DIA এর আপত্তি	প্রতিষ্ঠান প্রধানের জবাব	সভাপতি'র জবাব	DG, DME এর সুপারিশ	TMED এর নির্দেশনা
১	২	৩	৪	৫	৬
১৫ (ড)	বিগত পরিদর্শন প্রতিবেদনের সুপারিশ: এবতেদায়ী শিক্ষক জনাব মো: আবুল বাশার ও এবতেদায়ী ক্বারী জনাব ফায়েকুজ্জামান এর নিয়োগ বিধি সম্মত হয়নি বিধায় তাদের কর্তৃক গৃহীত বেতন ভাতা ফেরতযোগ্য মর্মে বিগত ৫/৪/৮৮ ইং তারিখের পরিদর্শন প্রতিবেদনের সুপারিশ (ঘ) ছিল। বর্তমান পরিদর্শনকালে দেখা যায় যে, পুনরায় পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করে তাঁদের নিয়োগ বৈধকরণ করা হয়েছে। উক্ত বৈধকরণ বিধিসম্মত হয়নি বিধায় বিগত পরিদর্শনের সুপারিশ অনুযায়ী টাকা ৫৪,৭০৮/- ফেরতসহ বর্তমান পর্যন্ত অর্থাৎ ৩০/০৯/২০০৮ পর্যন্ত মোট ৯,৪৪,৭৭৫/- টাকা সরকারি কোষাগারে ফেরতযোগ্য।	বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এর শিক্ষক ও কর্মচারীদের বেতন ভাতাদির সরকারি অংশ প্রদান এবং জনবল কাঠামো সম্পর্কিত নীতিমালা ২৪/১০/৯৫ইং তারিখে জারীর আগে বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে নিয়োগপ্রাপ্ত শিক্ষক ও কর্মচারীদের নিয়োগ বৈধকরণ প্রথার প্রচলন ছিল। যা কর্তৃপক্ষ/কর্তৃপক্ষগণের নিকট গ্রহণযোগ্য ছিল। প্রমাণক রেকর্ড হিসেবে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের ২৪/১০/৯১ইং তারিখের শা: ১৩/১০ এম-২/৯১/৫৯৬/৯(২০)-শিক্ষা নং পত্রের ৬ পৃষ্ঠার সিদ্ধান্তের অনুলিপি এইসংগে সংযুক্ত করা হলো। ঐ প্রচলিত প্রথার ধারাবাহিকতায় বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে পরবর্তী সময়েও নিয়োগ বৈধকরণ প্রথা প্রচলিত ছিল। পরিশেষে মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরের ১৭/০৩/২০০৩ইং তারিখের এম/১৫৭ম/২০০৩/৮৪৪৮/৬৪-ম স্মারক নং অফিস আদেশ দ্বারা নিয়োগ বৈধকরণ অকার্যকর মর্মে বিবেচিত হয়। প্রমাণক হিসেবে মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরের ১৭/০৩/২০০৩ইং তারিখের অফিস আদেশের অনুলিপি এইসংগে সংযুক্ত করা হলো। নিয়োগ বৈধকরণ অকার্যকর-মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তর কর্তৃক এই সিদ্ধান্ত প্রদান করা হয় মার্চ/০৩ সালে। এই সিদ্ধান্ত প্রদানের আগেই নভেম্বর/৮৮তে মন্তব্য/সুপারিশের উল্লেখিত শিক্ষকদ্বয়ের নিয়োগ বৈধকরণ করা হয়। ২৪/১০/৯৫ইং তারিখে জারিকৃত বিষয়ের উদ্বৃত্তি দিয়ে অর্থাৎ ভূতাপেক্ষিক কার্যকারিতা দিয়ে ৬/৭ বৎসর পর মার্চ/০৩ সালে বৈধকরণ অকার্যকর মর্মে আদেশ জারী করা হয়। নিয়োগ বৈধকরণ অকার্যকর-মার্চ/০৩ সালে জারিকৃত এ সিদ্ধান্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান কর্তৃপক্ষ জ্ঞাত হওয়ার বহু আগে নভেম্বর/৮৮ মাসে সংশ্লিষ্ট শিক্ষকদ্বয়ের নিয়োগ বৈধকরণ করা হয়। নিয়মতান্ত্রিকভাবে সকল পদ্ধতিগত প্রক্রিয়া ও আনুষ্ঠানিকতা প্রতিপালন এবং অনুসরণ করত: সংশ্লিষ্ট শিক্ষকদ্বয়ের নিয়োগ অত:পর নভেম্বর/৮৮ মাসে বৈধকরণ করা সত্ত্বেও এ সম্পর্কিত মন্তব্য/সুপারিশে ২৪ বছর আগের উত্থাপিত আপত্তি সংগত কারণে গ্রহণযোগ্য হতে পারে না। সংশ্লিষ্ট শিক্ষকদ্বয়ের নিয়োগ বৈধকরণ করা হয় ২৪/১০/৯৫ইং তারিখের নীতিমালা জারীর দীর্ঘ ০৭ বছর আগে বিধায় মন্তব্য/সুপারিশের আপত্তি থেকে অব্যাহতি প্রদানের জন্য বিনীত আবেদন জানানো হলো।	জবাব সঠিক। বিবেচনার জন্য সুপারিশ করা হইল।	মন্ত্রণালয়ের সিদ্ধান্ত কামনা করা হলো।	এবতেদায়ী শিক্ষক জনাব মো: আবুল বাশার ও এবতেদায়ী ক্বারী জনাব ফায়েজুজ্জামান কর্তৃক গৃহীত (৩০/০৯/২০০৮ খ্রি. তারিখ পর্যন্ত) ৯,৪৪,৭৭৫/- টাকা এবং তদপরবর্তী সমুদয় টাকা সরকারি কোষাগারে জমা প্রদানের প্রমাণকসহ বিএসআর আগামী ১০.০২.২০২১ খ্রি. তারিখের মধ্যে টিএমইডি-তে প্রেরণের জন্য ডিজি, ডিএমই-কে ৩য় বারের মতো অনুরোধ করা হলো।

০৩. উপরিল্লিখিত ছকে বর্ণিত ০৬ নং কলামের নির্দেশনা বাস্তবায়নপূর্বক প্রমাণকসহ বিএসআর ১০.০২.২০২০ খ্রি. তারিখের মধ্যে (২য় অনুরোধ) টিএমইডিতে প্রেরণ করার কথা থাকলেও অদ্যাবধি (ইতোমধ্যে প্রায় ১১ মাস অতিক্রান্ত হওয়া সত্বেও) তা পাওয়া যায়নি যা সুস্পষ্টভাবে সরকারি নির্দেশনা অমান্যের সামিল।

০৪. এমতাবস্থায়, উপরিউক্ত ছকের ৬ নং কলামের নির্দেশনা বাস্তবায়নপূর্বক প্রমাণকসহ বিএসআর আগামী ১০.০২.২০২১ খ্রি. তারিখের মধ্যে আবশ্যিকভাবে টিএমইডি-তে প্রেরণ নিশ্চিত করার জন্য মহোদয়কে নির্দেশক্রমে **৩য় বারের মতো অনুরোধ** করা হলো।

২৪-১-২০২১
নূরজাহান বেগম
সিনিয়র সহকারী সচিব
ফোন: ৯৫৭৫২৭২

মহাপরিচালক, মাদ্রাসা শিক্ষা অধিদপ্তর, বাংলাদেশ গার্লস গাইড এসোসিয়েশন, গাইড হাউজ, ৭ম ও ১০ম তলা, নিউ বেইলী রোড, ঢাকা-১০০০।

স্মারক নম্বর: ৫৭.০০.০০০০.০৬৬.০১.১২০.১৫-১১০/১(৮)

তারিখ: ১০ মাঘ ১৪২৭
২৪ জানুয়ারি ২০২১

সদয় অবগতি ও কার্যার্থে প্রেরণ করা হল:

১) সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, ঢাকা।(সচিব মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)
২) জনসংযোগ কর্মকর্তা, কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
৩) সিস্টেম এনালিষ্ট, কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয় (পত্রটি ওয়েবসাইডে প্রকাশের অনুরোধসহ)।
৪) সভাপতি, মুকসুদপুর ফাজিল মাদ্রাসা, উপজেলা-মুকসুদপুর, জেলা-গোপালগঞ্জ।
৫) অধ্যক্ষ, মুকসুদপুর ফাজিল মাদ্রাসা, উপজেলা-মুকসুদপুর, জেলা-গোপালগঞ্জ।
৬) অতিরিক্ত সচিব (অডিট ও আইন) মহোদয়ের ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, ঢাকা। (মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)
৭) উপ-সচিব (অডিট ও আইন) মহোদয়ের ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, ঢাকা। (মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)
৮) অফিস কপি, মাষ্টার কপি।

২৪-১-২০২১
নূরজাহান বেগম
সিনিয়র সহকারী সচিব